দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 11 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

৬৯ বছরে জাবিতে ভর্তি হলেন উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ

বাংলানিউজ ॥ বয়স ৬৯-এর কোটায়। তবে এখনও তিনি পড়ছেন। ভর্তি হয়েছেন পিএইচডি-এর ছাত্র হিসেবে। 'রাজনীতিক' পরিচয় ছাপিয়ে এখন নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর। তিনি উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ। মৌলভীবাজার-৪ (কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল) আসনের সংসদ সদস্য। টানা পঞ্চমবারের মতো জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এর আগে ছিলেন নবম জাতীয় সংসদে সরকারদলীয় চিফ হুইপ। শিক্ষা-জীবন শেষে যোগ দিয়েছিলেন মহান পেশা শিক্ষকতায়। সেখান থেকে ফিরে আবারও শিক্ষার্থী!

'কেমন লাগছে?'-বাংলানিউজকে সহাস্যে সাবলীল জবাব, 'বেশ ভাল। আসলে শিক্ষার তো কোন শেষ নেই। আমি গর্বিত। বলতে পারেন উচ্ছ্বসিতও।' প্রায় শেষ জীবনে এসে ছাত্রত্বের এই উচ্ছ্বাসই যেন সাময়িক আড়ালে চলে যায় বর্ণাঢ্য রাজনীতিকের পরিচয়! শিক্ষকতা থেকেই এসেছিলেন রাজনীতিতে। নামের স্লাগে 'উপাধ্যক্ষ' শব্দটিই তার নামকে দীর্ঘায়িত করেছে! সেই তিনিই ফের ভর্তি হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি), পিএইচডির (ডক্টর অব ফিলোসফি) শিক্ষার্থী হিসেবে।

জনপ্রতিনিধির বাইরেও জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও পিটিশন কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। হাজারও ব্যস্ততা, এর মধ্যে কীভাবে চলছে পড়াশোনা আর গবেষণা? ঠোঁটের কোণে হাসি রেখেই বললেন, 'কেন? অন্যান্য কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি অধ্যয়নের এই কাজটিও। ফলে কোন অসুবিধাই হচ্ছে না।' 'আমার রাজনীতি তো মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই এই অধ্যয়ন বরং অনগ্রসর নৃগোষ্ঠীর মানুষের কল্যাণে কাজে লাগবে। আর এটাই যেন লক্ষ্য পূরণের পথে এগিয়ে নিচ্ছে,' বলছিলেন প্রত্যয়ী উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ।